গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৮

তারিখ: ৫ শ্রাবণ ১৪২৭
২০ জুলাই ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ২০.০৭.২০২০ ইং তারিখ সকাল ৯:৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া,টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, হিমালয়ের পাদ-দেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সেঃ হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবনতা অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৫	৩১.৫	৩২.৫	৩৩.৬	৩৩.০	২৯.১	৩৫.০	৩৩.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৮	২৫.০	২৪.৩	২৪.৮	২৫.৫	২৪.৫	২৫.২	২৫.৩

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৫.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা টেকনাফ ২৪.৩° সেঃ।

(সূত্রঃবাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুসারে এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের গাণিতিক আবহাওয়া মডেলের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টায় দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আছে। ফলে, এ সময়ে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা;উত্তরাঞ্চলের ধরলা ও তিস্তা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও মানিকগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, অপরদিকে, নাটোর, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে বা সামান্য উন্নতি হতে পারে।
- ঢাকা জেলার আশেপাশে নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যহত থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	৬৬	বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা	১৬
হ্রাস	৩২	বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা	১৪
অপরিবর্তিত	০৩	বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা	২৪

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০ জুলাই ২০২০ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃনং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৬.৯৮	+০৩	২৬.৫০	+৪৮
২	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা	ঘাগট	২২.২৩	০০	২১.৭০	+৫৩
৩	কুড়িগ্রাম	নুনখাওয়া	ব্রহ্মপুত্র	২৬.৮৬	-০৮	২৬.৫০	+৩৬
৪	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	ব্রহ্মপুত্র	২৪.২১	-১১	২৩.৭০	+৫১

৫	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	যমুনা	২০.৬৪	-০৩	১৯.৮২	+৮২
৬	জামালপুর	বাহাদুরাবাদ	যমুনা	২০.৩৯	-০৩	১৯.৫০	+৮৯
৭	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৭.৬৭	-০১	১৬.৭০	+৯৭
৮	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৬.০৯	-০৭	১৫.২৫	+৮৪
৯	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৪.১২	-০৪	১৩.৩৫	+৭৭
১০.	মানিকগঞ্জ	আরিচা	যমুনা	১০.০৫	-০৩	৯.৪০	+৬৫
১১	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১৩.২২	+০৪	১২.৬৫	+৫৭
১২	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১১.৪০	০০	১০.৪০	+১০০
১৩	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১২.৪৮	+০১	১১.৪০	+১০৮
১৪	জামালপুর	জামালপুর	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	১৭.০২	০০	১৭.০০	+০২
১৫.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	লাক্ষ্যা	৫.৫৪	+২২	৫.৫	+০৪
১৬	মানিকগঞ্জ	তারাঘাট	কালিগঙ্গা	৯.১৬	+১৮	৮.৪০	+৭৬
১৭	মানিকগঞ্জ	জাগির	ধলেশ্বরী	৮.৩৫	+৩৫	৮.২৫	+১০
১৮.	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৯.৭২	+০৪	৮.৬৫	+১০৭
১৯	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকুল	পদ্মা	৭.০২	+০৮	৬.৩০	+৭২
২০	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.৭৫	+০৮	৬.১০	+৬৫

২১	শরীয়তপুর	সুরেশ্বর	পদ্মা	৪.৫৯	+১৪	৪.৪৫	+১৪
২২	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	সুরমা	৭.৮৩	+১১	৭.৮০	+০৩
২৩	সুনামগঞ্জ	দিরাই	পুরাতন সুরমা	৬.৬৩	+০৬	৬.৫৫	+০৮
২৪	চাঁদপুর	চাঁদপুর	মেঘনা	৩.৬৬	+০২	৩.৫৫	+১১

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বৃষ্টিপাতের তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
সুনামগঞ্জ	১৯০.০	চিলমারী	১৪০.০	নরসিংদী	১১১.০
টাঙ্গাইল	১০৮.০	ভৈরব বাজার	১০৭.০	দিনাজপুর	১০৫.০
ঢাকা	১০১.০	রাজশাহী	১০১.০	লরেরগড়	৮২.০
কুড়িগ্রাম	৭৮.০	রংপুর	৬৮.০	ভাগ্যকুল	৬৭.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.):

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
চেরাপুঞ্জি	৩২৬.০	শিলং	৫৮.০	দার্জিলিং	৫৪.০

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতিঃ

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (২০/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ) কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং শরীয়তপুর এই ১৫ টি জেলার ২৪ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জুলাই ২০২০ এর দীর্ঘ মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- জুলাই, ২০২০ মাসে বঙ্গোপসাগরে ১-২টি বর্ষাকালীন লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে যার মধ্যে ১ (এক) টি বর্ষাকালীন নিম্নচাপে প রিণত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- জুলাই, ২০২০ মাসে মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কতিপয় স্থা

নে মধ্যমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করতে পারে।

- অপরদিকে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ২০ জুলাই ২০২০ এর আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

- মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, হিমালয়ের পাদ-দেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।
- রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভাঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর সভাপতিত্বে গত ১২.০৭.২০২০ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি সভাজুমের মাধ্যমে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়উক্ত সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের কমিশনারগণসহ বন্যাপ্রবণ ১৫ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।সকল কমিশনার এবং জেলাপ্রশাসকগণ নিজ নিজ এলাকার বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন।বন্য পরিস্থিতি এখনও ভয়াবহ রুপ ধারণ করেনি তবে যে কোন সময় পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলে সকলে মত প্রকাশ করেন। প্রত্যেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যথেষ্ট পরিমাণ ত্রাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বলে মত প্রদান করেন।

আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাঃ

গত ০৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.০০টায় বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে (জুম পদ্ধতিতে) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল (ক)বন্যার পূর্বাভাস অনুযায়ী পূর্ব প্রস্তুতি ও করণীয়, (খ) ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি ও করনীয় এবং (গ) বিবিধ।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের মহাসচিব, এফএফডব্লিউসি এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ জুম মিটিং এ সংযুক্ত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মহসিন এর সঞ্চালনায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালিত হয়।

২০ জুলাই, ২০২০ তারিখে বন্যা আক্রান্ত ১৬ টি জেলাসহ ক্ষতিগ্রস্থ ২০ টি জেলার জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ
১	উপদ্রুত জেলার সংখ্যা	২০ টি।

২	উপদ্রুত জেলার নাম	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, ফেনী, নওগাঁ, শরীয়তপুর, ও ঢাকা।
৩	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	৯৮ টি
৪	উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা	৬০৩ টি
৫	পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা	৬,২৬,১৫২ টি
৬	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	২৮,১২,৩৮০ জন
৭	**বন্যায় এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা-**	**২২ জন**
৮	ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে জি, আর (চাল) বিতরণের পরিমান	৫৫১৫.৬৫৫ মেট্রিক টন
৯	ক্ষতিগ্রস্থ লোকের মধ্যে নগদ ক্যাশ বিতরণের পরিমান	২,১১,৪২,২০০/- টাকা
১০	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ বিতরণ পরিমান	২৪,৫০,০০০/- টাকা
১১	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বিতরণ পরিমান	২৪,৫০,০০০/- টাকা
১২	শুকনা খাবার বিতরণ পরিমাণ	৪৭,৬৭২ প্যাকেট
১৩	ঢেউটিন বিতরণ পরিমান	৮০ বান্ডিল।

আজ ২০ জুলাই, ২০২০ তারিখে বন্যা আক্রান্ত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	বন্যা কবলিত ২০টি জেলায় মোট বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে	১৪৬৭ টি
২	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত লোকসংখ্যাঃ	
	পুরুষ	২৭,৩৯০ জন
	মহিলা	২৪,৪৪১ জন
	শিশু	১৩,২৩০ জন
	প্রতিবন্ধী	২০৩ জন
৩	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আনা গবাদি পশুর সংখ্যাঃ	
	গরু/মহিষ	৩৮,৫৯৭ টি
	ছাগল/ভেড়া	২২,৫১২ টি
	অন্যান্য গৃহপালিত পশু	১,৬৭৫ টি
৪	বন্যা কবলিত জেলায়মেডিকেল টিম সম্পর্কিত তথ্যঃ	
	মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে	৬০৪ টি
	বর্তমানে মেডিকেল টিম চালু রয়েছে	৩০৬ টি

২। বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত জেলাসমূহের নামের পাশে উল্লিখিত ত্রাণ কার্য টাকা, ত্রাণ কার্য চাল, শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা, গো খাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে **(১৯/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):**

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টনঃ)	ত্রাণ কার্য (নগদ)বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
০১.	**ঢাকা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৮০০০০০			
০২.	নারায়নগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
০৩.	গাজীপুর	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
০৪.	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
০৫.	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণি	২৫০.০০০	৪৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৩০০০
০৬.	টাংগাইল	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৬০০০
০৭.	নরসিংদী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
০৮.	ফরিদপুর	Aশ্রেণি	৩০০.০০০	৫০০০০০			২০০০
০৯.	মাদারীপুর	Cশ্রেণি	৪০০.০০০	১২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
১০.	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
১১.	**শরীয়তপুর**	B শ্রেণি	৩৫০.০০০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
১২.	রাজবাড়ী	B শ্রেণি	২৫০.০০০	২৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
১৩.	কিশোরগঞ্জ	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
১৪.	**ময়মনসিংহ**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
১৫.	নেত্রকোনা	Aশ্রেণি	৫৫০.০০০	১০০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
১৬.	জামালপুর	B শ্রেণি	৫৫০.০০০	১৬৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৫০০০
১৭.	শেরপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
১৮.	**চট্রগ্রাম**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
১৯.	কক্সবাজার	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
২০.	রাংগামাটি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
২১.	খাগড়াছড়ি	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
২২.	কুমিল্লা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
২৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
২৪.	চাঁদপুর	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	৮০০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০০
২৫.	নোয়াখালী	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
২৬.	ফেনী	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
২৭.	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণি	৩৫০.০০০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
২৮.	বান্দরবান	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
২৯.	**রাজশাহী**	বিশেষ শ্রেণি	৪০০.০০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০

৩০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৩১.	নওগাঁ	Aশ্রেণি	৩৫০.০০০	৫০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
৩২.	নাটোর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৩৩.	পাবনা	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৩৪.	সিরাজগঞ্জ	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৩৫.	বগুড়া	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৩৬.	জয়পুরহাট	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৩৭.	**রংপুর**	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৩৮.	কুড়িগ্রাম	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৩৯.	নীলফামারী	B শ্রেণি	৩৫০.০০০	১২৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৪০.	গাইবান্ধা	B শ্রেণি	৪৫০.০০০	১৪৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৪১.	লালমনিরহাট	B শ্রেণি	৩৫০.০০০	১২৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৪২.	দিনাজপুর	B শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৪৩.	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৪৪.	পঞ্চগড়	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৪৫.	**খুলনা**	বিশেষ শ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৪৬.	বাগেরহাট	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৪৭.	সাতক্ষীরা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৪৮.	যশোর	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৪৯.	ঝিনাইদহ	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৫০.	মাগুরা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০			
৫১.	নড়াইল	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০			
৫২.	কুষ্টিয়া	Aশ্রেণি	২০০.০০	৩০০০০০			
৫৩.	মেহেরপুর	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০			
৫৪.	চুয়াডাংগা	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০			
৫৫.	**বরিশাল**	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৫৬.	পটুয়াখালী	Aশ্রেণি	২০০.০০০	৩০০০০০			
৫৭.	ভোলা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৫৮.	পিরোজপুর	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৫৯.	বরগুনা	B শ্রেণি	১৫০.০০০	২৫০০০০			
৬০.	ঝালকাঠি	Cশ্রেণি	১০০.০০০	২০০০০০			
৬১.	**সিলেট**	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৬২.	মৌলভীবাজার	B শ্রেণি	৩৫০.০০০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
৬৩.	হবিগঞ্জ	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	২০০০
৬৪.	সুনামগঞ্জ	Aশ্রেণি	৪০০.০০০	১৩০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৪০০০
		মোট=	১৫,৯০০ (পনের হাজার নয়শত) মেঃ টনঃ	৩,৫২,০০,০০০ (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা	৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা	৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা	৮৪,০০০ (চুরা আশি হাজার) প্যাকেট

(খ) সাম্প্রতিক বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি-ঘর মেরামত/পুনঃ নির্মাণের লক্ষ্যে শরীয়তপুর-১/২ নির্বাচনী এলাকার জন্য জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর এর অনুকূলে বরাদ্দের বিবরণ (১৯/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	নির্বাচনী এলাকা	ঢেউ টিন বরাদ্দের পরিমান (বান্ডিল)	গৃহ মঞ্জুরী বরাদ্দেরপরিমান (টাকা)	ত্রাণ কার্য (চাল)বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টনঃ)
০১	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-২	১০০ (একশত)	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)	
০২	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-১	-	-	২০০
			১০০ (একশত) বান্ডিল	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা	২০০ (দুই শত) মেঃ টনঃ

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৮/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ১৯/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১০টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	০	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	২	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	৩	০	০
	মোট	**১০**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,৪০,৪৩,১৭৬	১৩,৯১,৪০৭
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	১,৬৬,৭৩৫	৪৩,৪৫৩
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৯৭,৫৮৩	৩৩,৫৪৩
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৪,৪৯৬	৬৩৬

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে গত ৮মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে। গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (১৯/০৭/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১৩,৪৬০	১০,০৬,৭৫১
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৩,০৩৪	১,৯৯,৩৫৭
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১,৭৬২	১,০৮,৭২৫
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৫১	২,৫৪৭

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**
*** বন্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৪.৩০ টায় প্রদান করা হয়।**

২০-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৮/১(১৬৬)

তারিখ: ৫ শ্রাবণ ১৪২৭
২০ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে।)

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৯) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১০) জেলা প্রশাসক (সকল)

১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

২০-৭-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা